



## 266624 - শিক্ষক কর্তৃক পড়াশুনায় অবহেলাকারী ছাত্রদের উপর আর্থিক জরমিনা ধার্য করা

### প্রশ্ন

যে সকল ছাত্র ‘হোম-ওয়ার্ক’ করে না তাদের উপর শিক্ষককে আর্থিক জরমিনা ধার্য করা এবং এ অর্থ যে সব ছাত্র ‘হোম-ওয়ার্ক’ নিয়ে এসেছে তাদের মাঝে বণ্টন করার বধিান কী? অন্য এক শিক্ষক একই কাজ করেন, কিন্তু অর্থগুলো দান করে দেন?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অবহেলাকারী ছাত্রের উপর আর্থিক জরমিনা ধার্য করা জায়যে নয়; চাই জরমিনার অর্থ ভাল ছাত্রদেরকে দ্যো হোক কথিবা দান করে দ্যো হোক। কেননা আর্থিক জরমিনার মাধ্যমে শাস্তি দ্যোর অধিকার শুধুমাত্র আইনানুগ শাসককে কথিবা তার স্থলাভিষিক্ত বিচারক ও কর্মকর্তাদের। উপরন্তু, আলমেদের মাঝে মূলত: আর্থিক জরমিনার মাধ্যমে শাস্তি দ্যো জায়যে কনি তা নিয়ে মতভেদে রয়েছে।

মূল বধিান হচ্ছে— কোন মুসলমিরে সম্পদ গ্রহণ হারাম। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত-আব্রু তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম (পবিত্র) যমেনভাবে তোমাদের এই দিনটি তোমাদের এই মাসে ও এই দশে হারাম (পবিত্র)। এখান থেকে উপস্থিতি ব্যক্তি যনে অনুপস্থিতি ব্যক্তির নিকট এসব কথা পৌঁছে দেয়।”[সহি বুখারী (৬৭) ও সহি মুসলিম (১৬৭৯)]

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক গোত্রের কিছু লোক এই মর্মে একমত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কিছু কিছু বিষয়ে লিপ্ত হবে তার উপরে কিছু আর্থিক জরমিনা ধার্য করা হবে।

জবাবে তাঁরা বলেন: “এ ধরণে পদক্ষেপে নাজায়যে। কেননা এটি এমন লোকদের পক্ষ থেকে আর্থিক জরমিনা ধার্য করা যারা আইনগতভাবে (শরিয়ত মোতাবেক) সৎ ক্ষমতা রাখে না। বরং এ ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে বিচার বিভাগ। তাই, এ ধরণে জরমিনা প্রত্যাহার করা কর্তব্য।”[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ দায়িম (১৯/২৫২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।